দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... FEB 25 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

মুন্সিগঞ্জ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা

মুন্সিগঞ্জ জেলার ৬টি থানার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা অব্যাহত অবহেলা আর উদাসীনতার কারণে দারুণভাবে ব্যাহত হইতেছে। ৬টি থানা শিক্ষা অফিসারের পদে বর্তমানে ৫টি পদে থানা শিক্ষা অফিসার রহিয়াছেন। দীর্ঘদিন যাবৎ সিরাজদিখান থানার থানা শিক্ষা অফিসারের পদটি শূন্য রহিয়াছে। গজারিয়া থানায় ২টি, মুন্সিগঞ্জ সদরে ২টি, টঙ্গিবাড়িতে ১টি ও সিরাজদিখান থানায় ২টি সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারের পদ দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য। ৪৯১টি প্রধান শিক্ষকের পদে বর্তমানে ৪৪৯ জন কর্মরত। ১৭০১টি পদের মধ্যে ১৬০৪ জন সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মরত আছেন। দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য পদে কর্মকর্তা ও শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ না দেওয়ায় অত্র জেলার প্রাথমিক শিক্ষা দারুণভাবে ব্যাহত হইতেছে। ইতিপূর্বে লৌহজং থানার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিভিন্ন কাজ-কর্মে এবং প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকার পদে পদোন্নতিতে চরম অনিয়মের অভিযোগ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। কোন কোন বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা দ্বারা ৫টি শ্রেণীর পাঠদান করানো হইতেছে।

থানা শিক্ষা অফিসারকে খুশী করিবার জন্য প্রতিটি থানায় ২/১ জন করিয়া শিক্ষক রহিয়াছেন, যাঁহারা বিদ্যালয়ের কাজ না করিয়া থানা শিক্ষা অফিসারের সহিত সর্বদা সাক্ষাৎ করিয়াই যথারীতি বেতন-ভাতাদি পাইয়া আসিতেছেন। অথচ তাহাদের ব্যাপারে কোনরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।

থানা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারদের অনেকেই বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান না। তাঁহারা নির্দিষ্ট একটি স্থানে বসিয়া শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রদর্শন বহি নিয়া আসিতে বলেন এবং মিথ্যা পরিদর্শন রিপোর্ট ও তথ্য ফরম পূরণ করিয়া থাকেন। ফলে শিক্ষার গুণগত মান যাচাই হয় না। তাহার উপর, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীতে নিয়মনীতি মানা হয় না। কোন কোন বিদ্যালয়ে সুবিধাভোগী ছাত্র/ছাত্রীদের অদ্যাবধি কার্ড দেওয়া হয় নাই। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মনগড়া তালিকা ও উপস্থিতি চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে খাদ্য-শস্য বিতরণ করা হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ে খাদ্য-শস্য বিতরণের জন্য টাকা-পয়সা আদায় করার অভিযোগ পাওয়া যায়। কেহ কেহ প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের মন সন্তুষ্টির জন্য অভিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিকট হইতে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করিয়া তাহাদের গুরুতর অভিযোগ হইতে অব্যাহতি প্রদানের পথ সুগম করিতে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। ইহাতে অনিয়মের মাত্রা আরও বাড়িয়া যাইতেছে। সরকারীভাবে দেয় ১৩৫০/- টাকার উপকরণ ক্রয়ের কথা থাকিলেও কোথাও কোথাও তাহার চরম ব্যত্যয় ঘটিতে দেখা যায়। এমতাবস্থায়, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অনিয়ম রোধে আশু পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এম,আনোয়ার হোসেন,
মালপাড়া, মুন্সিগঞ্জ।